সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৪ জুন ২০১৭

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইফ্‌তার

৩ জুন, ২০১৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের ব্যাংকুয়েট হলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু এবং আলেম ওলামাদের জন্য ইফ্‌তারের আয়োজন করেন। ইফ্‌তার অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

ইফ্‌তার প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন টেবিলে যান এবং সবার খোঁজখবর নেন ও কুশল বিনিময় করেন। তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন; আলেম ওলামা, সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গেও কথা বলেন। এ সময় সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি শিশু পরিবার, মিরপুরের শিশু মোঃ শাকিবকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে ইফ্‌তার খাইয়ে দেন।

ইফ্‌তার অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপিসহ সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইফ্‌তারের আগে দেশ ও জাতির শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মওলানা মিজানুর রহমান মোনাজাত পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং ১৫ আগস্টে অন্যান্য শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অন্যপাতা

জনবান্ধব সমাজসেবা অধিদফতর : স্যোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা	২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অবহিতকরণ কর্মশালা	২
বাবা-মা'র (আইনগত অভিভাবক) কাছে ছোটমণি নিবাসের অধরা	৩
অসহায় রুপার পাশে হাসপাতাল সমাজসেবা	৩
বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি আর্থিক সহায়তা	৪
ইনোভেশন কর্মশালা	৫
দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি : পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	৬
সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল খবর	৬
সাফল্যগাঁথা	৭
চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৮

শেখ হাসিনার হাতটি ধরে, পথের শিশু যাবে ঘরে।

জনবান্ধব সমাজসেবা অধিদফতর : স্যোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা

৫ জুন ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম, UNDESA এবং সমাজসেবা অধিদফতরের যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে বিকাল ২:০০ টা থেকে ৩:৩০ টা পর্যন্ত 'জনবান্ধব সমাজসেবা অধিদফতর : সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা' বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ও মুখ্য সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি'র মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার, জাতিসংঘের সিনিয়র আন্তঃআঞ্চলিক উপদেষ্টা Richard Kerby, ই-গভর্নমেন্ট শাখা, ডিপিএডিএম, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ এবং জন প্রশাসন কর্মকর্তা Wai Min Kwok, গভর্নেন্স এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ। আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন, সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ কে এম খায়রুল আলম, পরিচালক (কার্যক্রম) আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ ইকবাল হোসেন খান, অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিম সদস্যগণ। সারাদেশে ৮ টি বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা পরিবারের উপপরিচালক, সমাজসেবা অফিসার, উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধি, সিটিজেন জার্নালিস্ট ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ সংযুক্ত ছিলেন এই আড্ডায়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন কবির বিন আনোয়ার, মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। মিডিয়া আড্ডায় সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন সেবাগুলো সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে দ্রুত সেবা গ্রহিতাদের নিকট পৌছানো হয় সে বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। সংলাপটি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এটি সমাজসেবা অধিদফতরের ইতিহাসে বিরল অধ্যায় হিসেবে রচিত হয়ে থাকবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অবহিতকরণ কর্মশালা

২১ মে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত সমাজসেবা অধিদফতরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সমতা, উন্নয়ন ও সেবার মান বাড়াতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/দপ্তরের জেলা ও উপজেলার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) করতে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ।

মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপপরিচালক মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে অধিনস্ত দপ্তর, সংস্থার কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলকরণে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও বিভাগীয়, আঞ্চলিক জেলা এবং উপজেলার সকল পর্যায়ের দপ্তরকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হবে । এপিএ চুক্তি অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর শেষে চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল নিজস্ব দপ্তরের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হবে। লক্ষ্য মাত্রা অর্জন অনুযায়ী নম্বর দেয়া হবে। কর্মশালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সকলকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়।

বাবা-মা'র (আইনগত অভিভাবক) কাছে ছোটমণি নিবাসের অধরা

আজিমপুর ছোটমণি নিবাসে অভিভাবকহীন শিশু অধরা'কে আইনগত অভিভাবক নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। নিঃসন্তান দম্পতি অথবা সন্তান দত্তক নিতে আগ্রহী ব্যক্তি ভর্তিকৃত নির্দিষ্ট শিশুর বিপরীতে পারিবারিক আদালতে আইনগত অভিভাবকত্ব চেয়ে পিটিশন দাখিল করেন। আদালত কর্তৃক শুনানী শেষে বন্ড এবং জামিনদার সাপেক্ষে আইনগত অভিভাবক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

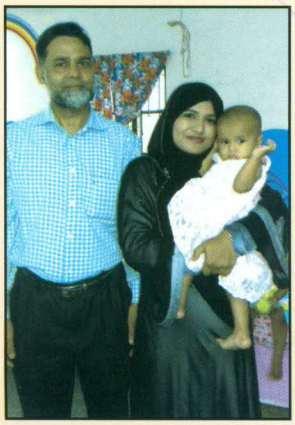

> আজিমপুর ছোটমণি নিবাসে অভিভাবকহীন শিশু অধরা'কে আইনগত অভিভাবক নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতির নিকট হস্তান্তর

সমাজসেবা অধিদফতরের ৬ বিভাগে অবস্থিত ৬টি ছোটমণি নিবাসে পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সি পরিত্যক্ত/পাচার হতে উদ্ধারকৃত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদান করছে। সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিষ্ঠান শাখা ছোটমণি নিবাস পরিচালনা করে। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অফিসার সদর দফতর পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে উপতত্ত্বাবধায়ক ছোটমণি নিবাস পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অসহায় রুপার পাশে হাসপাতাল সমাজসেবা

গর্ভবতী রুপা জামালপুর থেকে ঢাকায় আসেন জেলে থাকা স্বামীর সাথে দেখা করার জন্য। দেখা করতে যাওয়ার পথে রুপার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। এক পর্যায়ে কিছু পথচারী তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চলে যায়। রোগীর কোন অভিভাবক না থাকায় ডাক্তার অপারেশনে যাচ্ছেন না। প্রফেসর, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সমাজসেবা অফিসারকে ফোন দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সাক্ষাত করতে বলেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে ওয়ার্ড নম্বর ২১২ তে ভিজিট করতে যান হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সমাজসেবা অফিসারগণ। গর্ভবতী রুপার প্রচুর রক্তপাত এবং জটিল আকার ধারণ করায় রোগীর অভিভাবক মর্মে তাৎক্ষণিক লিখিত সিদ্ধান্ত দেয় সমাজসেবা অফিসারগণ। নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন থিয়েটারে। রুপার একটি ফুটফুটে মেয়ে শিশু জন্ম হয়। শিশুটিকে নবজাতক বিভাগে রেখে পাঁচ দিন যাবৎ চিকিৎসা করার পর 'রোগী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে যাতায়াত ভাড়া দিয়ে পুলিশ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রুপা ও তাঁর শিশুটিকে নিজ বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মায়ার স্পর্শ জীবনের সৃষ্টি, শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি আর্থিক সহায়তা

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪২ টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ২৩ টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৫২ টি কর্মসূচি। সে লক্ষ্যেই সরকারের জাতিগঠনমূলক অন্যতম প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর এক বিশাল বহর নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে প্রায় ১৩,২৯,১৩৫ জন অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং ৭৫,৭০২ জন বেদে জনগোষ্ঠী রয়েছে। জেলে, সন্ন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর , বাঁশফোর, ডোমার, রাউত, তেলেগু, হেলা, হাড়ি, লালবেগী, বাল্মিগী, ডোম ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী এ অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত। যাযাবর জনগোষ্ঠীকে বেদে সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বেদে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলিম এবং শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর। ৮টি গোত্রে বিভক্ত বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালবেদে, সাপুড়িয়া, বাজিকর, সান্দার, টোলা, মিরশিকারী, বরিয়াল সান্দা ও গাইন বেদে ইত্যাদি। এদের প্রধান পেশা হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাবিজ-কবজ বিক্রি, সর্প দংশনের চিকিৎসা, সাপ ধরা, সাপ খেলা ও বিক্রি, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সেবা, শিংগা লাগানো, ভেষজ ঔষধ বিক্রি, কবিরাজি, বানর খেলা ও যাদু দেখানো প্রভৃতি। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচিটির কার্যপরিধি ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৫২ টি কর্মসূচি। সে লক্ষ্যেই সরকারের জাতিগঠনমূলক অন্যতম প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর এক বিশাল বহর নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজসেবা কার্যালয়, পার্বতীপুর, দিনাজপুরে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে ও বেদে ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অফিসার তাপস রায়ের উপস্থিতিতে এই আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন তরফদার মাহমুদুর রহমান, ইউএনও, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ও সাহিদা খাতুন, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			
	শিক্ষা উপবৃত্তি	ভাতা	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ উত্তর সহায়তা
২০১২-১৩	৮৭৫	২১০০	চালু হয় নি	চালু হয় নি
২০১৩-১৪	২৮৭৭	১০৫০০	১০৫০	চালু হয় নি
২০১৪-১৫	২৮৭৭	১০৫৩৯	১০৫০	২১০
২০১৫-১৬	৮৫২৬	১৯১৩৯	১২৫০	১২৫০
২০১৬-১৭	৮৫৮৫	১৯৩০০	১২৫০	১২৫০

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবহেলা নয়, তারাও যেন উন্নয়নের অংশীদার হয়

শেখ হাসিনার মমতা, বয়স্কদের জন্য নিয়মিত ভাতা

ইনোভেশন কর্মশালা

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি আয়োজিত ৩৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ১৫ মে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে দিনব্যাপী ইনোভেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে যোগদেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়রে চিফ ইনোভেশন অফিসার সাইদা নাইম জাহান, সমাজসবো অধদিফতররে ইনোভেশন অফিসার আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ ইকবাল হোসেন খান, অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও ৩৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদার, সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনকি মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের ইনোভেশন প্রশিক্ষণের ডোমেইন স্পেশালিস্ট মোঃ মিজানুর রহমান, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের স্পেশালিস্ট মানিক মাহমুদসহ আমন্ত্রিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রভাষক ও ৩৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কোর্স সমন্বয়ক এবং সমাজসেবা অধদফতরের ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব মোঃ জহিরুল ইসলাম।

কর্মশালায় শুরুতে উদ্ভাবনী কাজে অনুপ্রেরণা সেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয় ২জন উদ্ভাবককে। প্রথমজন ভাস্কর ভট্টাচার্য যিনি প্রথম থেকে দশম শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক উদ্ভাবন করেছেন। দ্বিতীয়জন কাজী বজলুর রহমান, যিনি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি চাহিদার আলোকে রেকর্ডেড স্পীস ডিভাইস উদ্ভাবন করেছেন। ২জন উদ্ভাবকই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে প্রয়োজনের তাগিদে একজন উদ্ভাবক হয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে। সেশনের উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগ্রত করে জনগণের সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগে উদ্বুদ্ধকরণ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের নকশা চিন্তা সেশনটি পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের স্পেশালিস্ট মানিক মাহমুদ। তাঁর সেশনটি তিনি অত্যন্ত মনোরমপূর্ণ পরিবেশে পরিচালিত করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ইনোভেশনের বাস্তব উদাহরণসহ ভিডিও প্রচার এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে সেশনটি সমাপ্ত হয়। সেশনের উদ্দেশ্য সরকারি কার্যালয়ে ইনোভেশন কেন এবং কিভাবে টিসিভি কমিয়ে সেবা প্রদান করা যায় তা তুলে ধরা।

উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন কৌশল সেশনে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের ইনোভেশন প্রশিক্ষণের ডোমেইন স্পেশালিস্ট মোঃ মিজানুর রহমান সেবায় উদ্ভাবনের ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কিভাবে ইনোভেশনের প্রবলেম স্টেটমেন্ট তৈরি, সে মোতাবেক কি অ্যাকশন নেয়া যায়, অ্যাকশন নেয়ার পরে কি ধরনের ফলাফল আসতে পারে এবং সর্বোপরি সম্ভাবনা কি তৈরি হতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আকারে প্রাঞ্জল উপস্থাপনা করেন। সেশনের উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে সেবা সংশ্লিষ্ট ইনোভেশন আইডিয়া তৈরিতে সহায়তাকরণ। অতঃপর দলীয় কাজ করেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এবং নিজ নিজ প্রস্তাবনা তৈরি করেন। সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ এ ক্ষেত্রে মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

সবশেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর ইনোভেশন আইডিয়া উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি আয়োজিত ৩৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ইনোভেশন কর্মশালাটির সমাপ্ত হয়।

বিধবা ভাতার প্রচলন, শেখ হাসিনারই প্রবর্তন

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি : পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল উপজেলায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন কর্মদলে সুসংগঠিত করা হয়ে থাকে এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সেবার উদ্দেশ্য :

- দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা;
- দরিদ্রতা বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন;
- পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ ;
- আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অর্থ দিয়ে লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিদেও টেকসই সংগঠন (পল্লী সমাজেসবা গ্রাম সমিতি) সৃষ্টি ও গ্রাম সমিতি'র নিজস্ব পুঁজি গঠন।

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রধান অতিথি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক স্বপন কুমার মুখার্জী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার অলিউল ইসলাম এর উপস্থিতিতে ১৮,৫০,০০০/- (আঠার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্রঋণ ১৪৩ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল খবর

সমাজসেবা অধিদফতরের বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (কার্যক্রম) ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)। কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ১২,০৮৮ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন ৯,৯৭০ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারি।

সমাজসেবা অধিদফতর
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

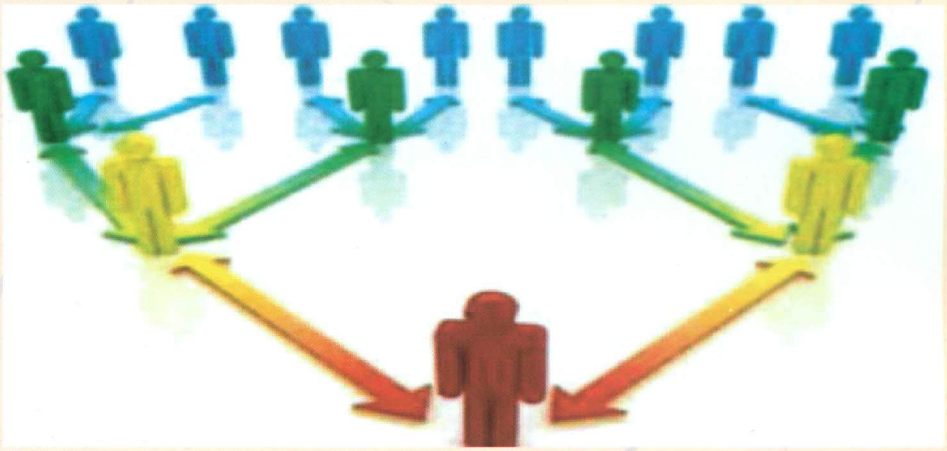

জনবলের তথ্যচিত্র

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ		
	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯৭০	১৭৪	১১৪৪	৮৫৪	১২০	৯৭৪
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১২২	১১২	২৩৪	৩৩	৮৩	১১৬
৩য় শ্রেণির কর্মচারি	৪৬৬৫	১৭৩০	৬৩৯৫	৩৬৬৮	১৬৪১	৫৩০৯
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি	২৯৩১	১২৭৮	৪২০৯	২১২৮	১৩৪৩	৩৪৭১
খণ্ডকালীন ডাক্তার	০	১০৬	১০৬	০	১০০	১০০
মোট	৮৬৮৮	৩৪০০	১২০৮৮	৬৬৮৩	৩২৮৭	৯৯৭০

সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ, ঘোচায় দৈন্য আনে সুদিন

সাফল্যগাঁথা

পা দিয়ে লিখে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পাওয়া জয়পুরহাট জেলায় ক্ষেতলাল উপজেলার শিবপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী সন্তান অদম্য মেধাবী বিউটি বেগম জানায় 'সমাজসেবা অধিদফতর আমাদের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে বলে আশা করি।' প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির চেক প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির। উল্লেখ্য, পা দিয়ে লিখে বিউটি বেগম জেএসসিতেও গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছিল। তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী। লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য তাঁকে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।

মোঃ ওলিয়ার শেখ ধানখালী আবাসন প্রকল্প, তেরখাদার ৯ নম্বর ব্যারাকের বাসিন্দা। প্রথম যখন আবাসন প্রকল্পে এসেছিলেন তখন তাঁর কিছুই ছিলো না। আজ ১২ বছর পর সমাজসেবা অধিদফতর থেকে ঋণ নিয়ে ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে তিনি ১৭ শতক জমির সাথে একটি টাক্টরেরও মালিক হয়েছেন। বেশ কয়েকটি গরু-ছাগল নিয়ে ছোট একটি খামারও করেছেন তিনি। বাড়ির সামনের উঠানে সবজির বাগান। পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগিও পালেন। এক মেয়েকে এইচএসসি পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন। বাকি দু'মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। পুনঃবিনিয়োগের টাকায় আরও একটি টাক্টর কেনার ইচ্ছে তাঁর। তিনি সমাজসেবা অধিদফতরের আবাসন প্রকল্পের রোল মডেল।

চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের ভোটের অধিকার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিছিয়ে পড়া এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দিচ্ছেন খাদ্য সহায়তা। সরকারের দেওয়া এই খাদ্য সহায়তা পেয়ে আজ তারা বেজায় খুশি। মাথায় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছেন চা শ্রমিকরা। শত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের ছাপ। তবে আজ আর শুধু খাদ্য সহায়তাই নয়, অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সরকার চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। ফলে বদলাতে শুরু করেছে চা শ্রমিকদের জীবনমান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া এই কর্মসূচি সমাজসেবা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ। মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী গত অর্থবছরে দেশের ২৯,৪৩৬ জন চা শ্রমিককে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪২টি চা বাগানের ৫,৮৬০ জন চা শ্রমিক এই সহায়তা পাচ্ছেন। প্রতিটি শ্রমিক পরিবারকে মোট ৫ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী ৩ কিস্তিতে ৩ মাসে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রতি কিস্তিতে থাকছে ১৫ কেজি চাল, ৩ কেজি মসুরের ডাল, ৫ কেজি আটা, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ৫ কেজি আলু, ২টি সাবান, শেষ কিস্তির সাথে ১টি শাড়ি ও ১টি লুঙ্গি দেয়া হয়। ৩০ মে থেকে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪২টি চা বাগানের ৫,৮৬০ জন চা শ্রমিককে এই খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

শেখ হাসিনার দিন বদলে, সমাজসেবা এগিয়ে চলে।

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ ফ্যাক্স : ৯১৩৮৩৭৫। www.dss.gov.bd
মুদ্রণে : মাদার প্রিন্টার্স, আর-২৯/এ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট (২য় তলা), নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫।